প্রবীণ নাগরিকদের অধিকার ও সুবিধা নিশ্চিত করতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি আশিস সাহার

স্যন্দন প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের ষাটোর্ধ প্রবীণ নাগরিকদের স্বীকৃত অধিকার ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা। চিঠিতে অভিযোগ করা হয়েছে, প্রবীণ নাগরিকদের জন্য স্বীকৃত একাধিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা এখনও রাজ্যে সহজলভ্য নয়। পাশাপাশি রাজ্যের একটি বড় অংশের মানুষ, বিশেষ করে আদিবাসী ও মহিলারা জীবনধারণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যা ও হয়রানির সম্মুখীন হচ্ছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে দেওয়া ওই চিঠিতে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি আশিস কুমার সাহা প্রবীণ নাগরিকদের স্বার্থে বেশ কিছু নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, ভারত সরকারের প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করে উদ্যোগ নিলে এই ধরনের জটিলতা ও সমস্যার অনেকটাই সহজে সমাধান করা সম্ভব। সেই লক্ষ্যেই রাজ্যের প্রবীণ নাগরিক তথা সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা বিবেচনা করে নির্দিষ্ট প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তুলে ধরা হয়েছে। চিঠির অন্যতম প্রধান দাবি, রাজ্যের সমস্ত ৬০ উর্ধ প্রবীণ নাগরিককে উপযুক্ত সরকারি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে একটি স্বীকৃত পরিচয়পত্র প্রদান করা। প্রদেশ কংগ্রেসের বক্তব্য, এই পরিচয়পত্র থাকলে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের প্রক্রিয়া সহজ করা সম্ভব হবে। চিঠিতে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য একাধিক ক্ষেত্রে সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এর মধ্যে ডাকঘর, ব্যাংকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী আমানত এবং অন্যান্য জমাকৃত অর্থের ক্ষেত্রে বিশেষ সুদের অধিকার দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি নির্দিষ্ট পরিমাণ আয়করে ছাড় দেওয়ার দাবিও জানানো হয়েছে। এছাড়াও রেল, বিমান এবং অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি পরিবহণ ব্যবস্থায় যাত্রী ভাড়ায় ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। প্রবীণ নাগরিকদের চিকিৎসার বিষয়টিও চিঠিতে গুরুত্ব পেয়েছে। বিশেষ করে বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবায় প্রবীণদের জন্য ছাড়ের ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়েছে। চিঠিতে বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বিশেষ সুবিধার প্রস্তাব রয়েছে। আদালতে মামলার শুনানির তারিখ নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনার দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি বৃদ্ধাশ্রম বা প্রবীণ সেবা কেন্দ্রগুলিতে ন্যূনতম খরচে থাকার সুযোগ করে দেওয়ার প্রস্তাবও রাখা হয়েছে। প্রবীণ নাগরিকদের পরিচয়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সম্পর্কেও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বয়সের প্রমাণপত্র, দেশের বৈধ নাগরিক হিসেবে স্বীকৃত প্রমাণপত্র এবং ত্রিপুরায় বসবাসের স্বীকৃত প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে এই পরিচয়পত্র দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। চিঠির শেষে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দ্রুত ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। প্রবীণ নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা, চিকিৎসা, যাতায়াত, আর্থিক সুবিধা এবং পরিষেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে বাস্তব সমস্যা কমাতেই এই দাবিগুলি সামনে আনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা।

ত্রিপুরায় এনসিসির পরিধি বাড়াতে উদ্যোগ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে এডিজি এনসিসি

স্যন্দন প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর বা এনসিসির কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করা এবং রাজ্যের যুবসমাজকে প্রশিক্ষণ, নেতৃত্ব ও জাতীয় সংহতির সঙ্গে যুক্ত করার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার সঙ্গে বৈঠক করলেন এনসিসি ডিরেক্টরেট, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল (এডিজি) মেজর জেনারেল অনুরাগ ভিজ। শনিবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিলচর গ্রুপের গ্রুপ কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার আনন্দ রাজ সিং এবং ১৩ ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়ান এনসিসির কমান্ডিং অফিসার কর্নেল এন. এস. বাথ। বৈঠকে আগরতলায় জাতীয় স্তরের ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন ক্যাম্প আয়োজনের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচনা হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ক্যাডেটদের একত্রিত করে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচয় এবং জাতীয় ঐক্যের ভাবনা আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এই ধরনের শিবির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে বৈঠকে মত উঠে আসে। একই সঙ্গে ত্রিপুরার প্রত্যন্ত ও গ্রামীণ এলাকায় এনসিসির কার্যক্রম সম্প্রসারণের ওপরও জোর দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে দুর্গম এলাকার আরও বেশি সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব, সামাজিক পরিষেবা ও জাতীয় সংহতিমূলক কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। রাজ্যে এনসিসির পরিধি বাড়িয়ে আরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্যাডেটকে এর আওতায় আনা, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম বৃদ্ধির সম্ভাবনাও বৈঠকে উঠে আসে। পাশাপাশি সামরিক প্রশিক্ষণ, ট্র্যাকিং, অ্যাডভেঞ্চার কার্যক্রম, ক্যাম্প ও নেতৃত্ব বিকাশের মতো কর্মসূচির মাধ্যমে যুবসমাজের আত্মবিশ্বাস, দলগত কাজের মানসিকতা ও দায়িত্ববোধ গড়ে তোলার বিষয়েও আলোচনা হয়। এছাড়া সশস্ত্র বাহিনী সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্পর্কে ক্যাডেটদের ক্যারিয়ার গাইডেন্স ও সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এনসিসির কার্যক্রমের মাধ্যমে যুবসমাজকে শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং দেশ গঠনের কাজে আরও সক্রিয়ভাবে যুক্ত করার বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে। ত্রিপুরায় এনসিসির কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করতে রাজ্য সরকারের ধারাবাহিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথাও বৈঠকে তুলে ধরা হয়। সামগ্রিকভাবে, যুবসমাজের বিকাশ এবং জাতীয় সংহতির লক্ষ্যে এনসিসি ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার করার ক্ষেত্রে এই বৈঠককে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

আরই ও টিআরডি পরিবর্তনের কাজের ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ টিআরডি/এলএমজি/ ২৭ অফ ২০২৬-২৭; তারিখ ঃ ১৬-০৯-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং ঃ** ইএল-টিআরডি-এনএফআর-এলএমজি-ওএইচইএমওডি৭০আর২; **কাজের নাম ঃ** শালচাপরা - নবনির্মিত গুডস হ্যান্ডলিং লুপ লাইন নং ৮-এর আরই কাজের ব্যবস্থা এবং বিদ্যমান গুডস এল/নং ৬-এর ওপর টিআরডি পরিবর্তন। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৫৫,৫৪,৩৭৯.৭৬/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১,১১,১০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৯-১০-২০২৬ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরে উল্লিখিত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নির্বাচন কমিশনে ডেপুটেশন প্রদান করে টিআইএসএফ-এর নেতৃবৃন্দ। শনিবার। ছবি: নিজস্ব

কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে গাড়ির ধাক্কায় আহত স্যন্দন সাংবাদিক

স্যন্দন প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। পত্রিকার কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার শিকার হলেন স্যন্দন-এর সাংবাদিক দীপক দে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর রাত আনুমানিক ১১টা ৪৫ মিনিট নাগাদ কাশিপুর হোগুাই সার্ভিস সেন্টার সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটে। বর্তমানে গুরুতর আহত অবস্থায় জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। জানা গেছে, কাশিপুর ত্রিনাথ মন্দির সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা সাংবাদিক দীপক দে ওই রাতে পত্রিকার কাজ শেষ করে বাই সাইকেলে বাড়ির উদ্দেশ্যে ফিরছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় পিছন দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা লাল রঙের একটি অল্টো কে-১০ গাড়ি, যার নম্বর TR 03 R 0380, তাকে ধাক্কা মারে। ধাক্কার ফলে রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন তিনি। মাথা, হাত ও কোমরে আঘাত লাগে বলে জানা গেছে। ঘটনার পর পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে বলে অভিযোগ। রাতের নির্জন রাস্তায় দুর্ঘটনার পর গাড়িতে থাকা তিনজন ব্যক্তি গাড়ি থেকে নেমে আহত দীপক দে—কে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে তার মোবাইল ফোনটি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন বলে পরিবারের অভিযোগ। ঠিক সেই সময় দিপক দে'র এক ছাত্র ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে পরিস্থিতি বদলে যায়। অভিযোগ, ওই ছাত্রকে দেখতে পেয়ে গাড়িতে থাকা তিন যুবক দ্রুত গাড়ি নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরে আহত সাংবাদিক দীপক দে---কে প্রথমে আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে জিবি হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। ঘটনার পর থেকেই একাধিক প্রশ্ন সামনে এসেছে। এটি কি নিছক একটি সড়ক দুর্ঘটনা, নাকি দুর্ঘটনার আড়ালে অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল? তা নিয়েও সন্দেহ তৈরি হয়েছে পরিবারের মধ্যে। বিশেষ করে দুর্ঘটনার পর গাড়িতে থাকা ব্যক্তিদের আচরণ, আহত ব্যক্তির মোবাইল নেওয়ার চেষ্টা এবং পরে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ গোটা ঘটনাকে আরও রহস্যজনক করে তুলেছে। তবে প্রকৃত ঘটনা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে। এদিকে সাংবাদিক দীপক দের পরিবারের পক্ষ থেকে ঘাতক গাড়িটির সন্ধান এবং ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পরিবারের দাবি, পুলিশ দ্রুত গাড়িটির সন্ধান করে চালক সহ ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করুক এবং গোটা ঘটনার প্রকৃত কারণ সামনে আনুক। ঘটনাটি ফের একবার রাতের শহরে সাংবাদিকদের নিরাপত্তার বিষয়টিকে সামনে নিয়ে এসেছে। দিনের কাজ শেষ করে অনেক সাংবাদিককেই গভীর রাত পর্যন্ত সংবাদ সংগ্রহ, সম্পাদনা কিংবা অফিসের কাজ সেরে বাড়ি ফিরতে হয়। সেই সময় রাস্তায় নিরাপত্তার অভাব তাদের জন্য অতিরিক্ত ঝুঁকি তৈরি করে। একজন সাংবাদিকের সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটার পর কর্মরত সাংবাদিকদের নিরাপত্তা এবং রাতের রাস্তায় পুলিশের নজরদারি আরও জোরদার করার দাবি উঠছে। একইসঙ্গে প্রশ্ন উঠছে দুর্ঘটনার পর যদি সত্যিই আহত ব্যক্তিকে সাহায্য করার পরিবর্তে তার মোবাইল নেওয়ার চেষ্টা করা হয়ে থাকে, তাহলে বিষয়টি নিছক সড়ক দুর্ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাই পুলিশকে ঘটনার প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখার দাবি জানানো হয়েছে। ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা, সংশ্লিষ্ট গাড়িটির গতিবিধি খতিয়ে দেখা এবং গাড়িতে থাকা ব্যক্তিদের শনাক্ত করে জিজ্ঞাসাবাদ করা গেলে ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হতে পারে। অল্পের জন্য আরও বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন সাংবাদিক দীপক দে। এখন পরিবারের পাশাপাশি সাংবাদিক মহলেরও দাবি, দ্রুত ঘাতক গাড়িটির সন্ধান করে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় আনা হোক। পাশাপাশি রাতের সময় কর্মরত সাংবাদিক সহ সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশের টহল ও নজরদারি আরও বাড়ানোর দাবি উঠেছে।

বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষ্যে টি এস আর দ্বিতীয় বাহিনীর সদর দপ্তরে প্রতিমার পাশাপাশি নিজেদের ব্যবহৃত অস্ত্রেরও পুজো দিলেন জওয়ানরা। ছবি: নিজস্ব

সাপ নিয়ে খেলছে সরকার, বিপদ বুঝতে পারছে না

।। এস বসু রায়।।

'হোক পোড়াবাসী ভেজাল-মেশানো রুটি। তবু তো জঠরে বহ্নি নেভানো রুটি। এ এক মন্ত্র, রুটি দাও রুটি দাও। বন্ধু যা ইচ্ছে নিয়ে যাও। বদলে বন্ধু যা ইচ্ছে নিয়ে যাও।' এই রাজ্যে শাসক তথা সরকারের বিরুদ্ধে এক অস্থির আগ্নেয়গিরির পরিস্থিতি ধীরে ধীরে দলা পাকাচ্ছে। তোমার আমার জীবনের হতাশায় তিলে তিলে জমা গ্লানি বিস্ফোরণের দিকে ধাবিত হচ্ছে। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ কালবৈশাখীর আগাম বার্তা শুনা যাচ্ছে। এই রাজ্যে সরকারের বিরুদ্ধে গণক্ষোভ ধীরে ধীরে দানা বাঁধছে। বেকারত্ব, কর্মসংস্থানের অভাব, দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি, বিদ্যুৎ, জ্বালানি গ্যাস, আনাজপাতির চড়া মূল্য, নেতাদের আর্থিক অনাচার, ব্যভিচার, ব্যাপক দুর্নীতি, আর্থিক কেলেঙ্কারি আইনের শাসনের ক্রমাবনতি রাজ্যের পরিস্থিতিকে ক্রমশ অস্থির করে চলেছে। দল ক্ষমতার বাসর গৃহে বসে রকমারি, বর্ণালী এবং মুখরোচক প্রচার করে চলেছে ঠিকই কিন্তু বাস্তবের মাটির গর্ভে কী আছে আজও শাসকের জানা নেই। যদিও কান পাতলে শুনতে পাওয়া যায় এক লক্ষ সাপের গর্জনের চেয়েও কোন ভয়ঙ্কর পরিনাম, যা ক্রমেই আসন্ন হচ্ছে। রাজ্যের বিরোধী কণ্ঠস্বরকে দমিয়ে রাখা, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পালা এই রাজ্যে অবলুপ্ত ডায়নোসরের পর্যায়ে চলে গেছে। রাজ্যের জনগণ তাদের পছন্দের প্রার্থীকে বেছে নেওয়ার অধিকার হারিয়ে ফেলেছে। এই সুযোগ না থাকলে মানুষ সরকারের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে বাধ্য। এছাড়াও গত সাড়ে আট বছরের শাসন পর্বে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন অতীতের সব সীমা অতিক্রম করে গিয়েছে। অর্থাৎ রাজনৈতিক দুর্বৃত্তির গণতান্ত্রিকায়ন সমাজের সর্বস্তরে গ্রাস করে নিয়েছেন। রাজ্যে প্রধান ব্যক্তিরা এত বেপরোয়া হয়ে উঠলো কি ভাবে? দুঃসাহসী হয়ে উঠার ছাড়পত্র পেলো কি ভাবে। এর উত্তরে প্রবীণ ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষণ, শাসকের প্রশ্রয় লুম্পেনদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বৈধতাদা সরকার যখন দলের ভাষায় কথা বলে শাসন দণ্ডটি নামিয়ে রেখে দলের পতাকাকে তুলে ধরে তখন অধঃপতন অনিবার্য। লক্ষ্যণীয় বিষয় আরও চাকরির দাবিতে, স্কুলে স্কুলে শিক্ষকের দাবিতে, সড়ক, বিদ্যুৎ, পানীয় জলের দাবিতে রাজ্যের নানা প্রান্তে প্রতিবাদ আন্দোলন ক্রমেই পুঞ্জিভূত হচ্ছে। সরকার ক্ষমতার দম্ভে মনে করতে পাবে এগুলো সিন্ধুতে 'বিন্দুমাত্র'। কিন্তু সরকারের স্মরণ রাখা জরুরি ছোট কোন প্রতিবাদ বা আন্দোলন বড় আকার নেওয়ার পেছনে বিশেষ কারণ ও ধাপ কাজ করে। দাবিগুলো যখন সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন, অধিকার বা সংকটের সাথে সরাসরি মিলে যায় তখন মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আন্দোলনে শামিল হয়। এছাড়াও আধুনিক যুগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা প্রচারের ব্যপকতায় যেকোনো ছোট ঘটনা বা প্রতিবাদ মুহূর্তের মধ্যে দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং সাধারণ মানুষের সমর্থন আদায় করতে সমর্থ হয়। নীট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস অভিজিৎ দীপকে সিজেপি'র আন্দোলন রাষ্ট্রক্ষমতা ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। মনে রাখা দরকার ছোট ছোট জলবিন্দুর সমষ্টি যেমন এক সময় বিশাল মহাসাগরের বা মহা প্লাবনের সৃষ্টি করে তেমনি মানুষের জীবনের ছোট ছোট প্রচেষ্টা অভ্যাস কিংবা অবহেলা একসময় বিশাল বড় পরিবর্তনের রূপ নেয়।

বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ Sr. DEE/LMG/ 24 of 2026-27, তারিখঃ 16-09-2026। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ

ক্র.নং.১; টেন্ডার নং.ঃ EL-LM-26-27-28; **কাজের নামঃ (ক)** সিনিয়র ডিইএন/I/ লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনে পানিখাইতি-বার ল্যাংফার এস সেকশনে ওভারহেড ট্যাঙ্ক, ডীপ টিউব ওয়েল, আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট-এর ব্যবস্থা (ইলেকট্রিক পোরশন)। **(খ)** বদরপুর জংশনেঃ এসএসই/ডব্লিউ/বদরপুর জংশন-এর অধীনে হিল কলোনির জরাজীর্ণ পুরনো এমজি কোয়ার্টার-এর পরিবর্তে স্টাফ কোয়ার্টার (টাইপ-IIঃ ১৫ ইউ নিট)-এর নির্মাণ (ইলেকট্রিক পোরশন) **(গ)** বদরপুর জংশনেঃ এসএসই/ ডব্লিউ/বদরপুর জংশন-এর অধীনে বুদ্ধ কলোনির জরাজীর্ণ পুরনো এমজি কোয়ার্টার-এর পরিবর্তে স্টাফ কোয়ার্টার (টাইপ-IIঃ ১৫ টি)-এর নির্মাণ (ইলেকট্রিক পোরশন)। টেন্ডার মূল্যঃ ৬৮,৪৬,৬৫৫.২৪ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,৩৬,৯০০.০০ টাকা।

ক্র.নং.২; টেন্ডার নং.ঃ EL-LM-26-27-29; **কাজের নামঃ** লামডিং ডিভিশনের অধীনে ১৩ হট এক্সেল বক্স ডিটেক্টর (এইচএবিডি) সিস্টেমে জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ-এর ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ৩০,৯৬,২৯৭.৩৮ টাকা; বায়নার ধনঃ ৬১,৯০০.০০ টাকা।

ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৯-১০-২০২৬ তারিখের ১১.০০ ঘন্টায় এবং ০৯-১০-২০২৬ তারিখের ১১.৩০ ঘন্টায় **খুলবে**। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৯-১০-২০২৬ তারিখের ১১.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডসিএইচজি/লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সাংবাদিকের আত্মহত্যা ঘিরে নানা প্রশ্ন

স্যন্দন প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৯ সেপ্টেম্বর।। ধর্মনগরের সংবাদ জগতে নেমে এসেছে গভীর শোক ও স্তব্ধতা। দীর্ঘদিন ধরে সংবাদ পরিবেশন করে আসা পরিচিত সাংবাদিক সুমন দেবনাথ আর নেই। বৃহস্পতিবার আনুমানিক রাত ১১টা নাগাদ নিজের বাসভবনে গলায় ফাঁস দিয়ে তিনি আত্মঘাতী হন। স্থানীয় সূত্রের খবর অনুযায়ী, খবর সংগ্রহে যাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধর্মনগরের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে বেড়াতে দেখা গেছে এবং রাত নয়টার পরেও উনার কিছু বন্ধুবান্ধবদের সাথে নাকি কথাও বলেছেন, তাদের বক্তব্য অনুযায়ী তখন তার ব্যবহার বা কথাবার্তা ছিলো স্বাভাবিক। তারপরে যে কি হল, রাত ১১টা নাগাদ মৃতদেহ পাওয়া গেলো। বর্তমানে সেই প্রশ্নই সহকর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে। সুমন দেবনাথ ছিলেন প্রয়াত সাংবাদিক স্বপন দেবনাথের ছেলে। পিতার হাত ধরেই সংবাদ জগতে সুমন দেবনাথের হাতেখড়ি। মাঝে কিছুদিন সাংবাদিকতা ছেড়ে তিনি বহিঃরাজ্যে ছিলেন, তবে বিগত ৫-৬ মাস আগে অর্থাৎ নির্বাচনের মুহূর্তে ফিরে আসেন এবং আবার সাংবাদিকতার কাজ শুরু করে প্রতিনিধি হিসেবে পুনরায় সক্রিয় হন এবং সাহসিকতার কাজের মাধ্যমে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেন। কি এমন পরিস্থিতির শিকার হয়ে সুমন দেবনাথ এই চরম পথ বেছে নিলেন তা এখনও স্পষ্ট নয়। তার এই অকাল প্রয়াণে ধর্মনগরের পুরো সাংবাদিক মহলে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। খবর পেয়েই পুলিশ এবং শোকাস্তব্ধ সহকর্মীরা ছুটে যান তার বাড়িতে। তারপর শুক্রবারে ধর্মনগর মহাশ্মশানে উনার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। মৃত্যুকালে রেখে গেছেন ৩ বছরের একটি ছেলে, ১৬ বছরের একটি মেয়ে এবং বয়স্ক মা। তার আত্মার শান্তি কামনা করে শোকাভিভূত সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীরা।

বিশ্বকর্মা পূজার রাতে নিখোঁজ হাসপাতালের জিডিএ কর্মী

স্যন্দন প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ১৯ সেপ্টেম্বর।। বিশ্বকর্মা পূজার রাতে গণ্ডাছড়া নাইড়াহা চৌধুরী পাড়া থেকে নিখোঁজ হলেন গণ্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালের জিডিএ কর্মী জীবন চৌধুরী (৪৪)। তিনি ষাট কার্ড গ্রামের বাসিন্দা। নিখোঁজের ঘটনায় এলাকায় উদ্বেগ ও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। জানা গেছে, শুক্রবার রাতে নাইড়াহা চৌধুরীপাড়ায় থাকার সময় কোনোভাবে নিখোঁজ হন জীবন চৌধুরী। গভীর রাতে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গণ্ডাছড়া থানার পুলিশ, ফায়ার সার্ভিসের কর্মী এবং নেতাজি ক্লাবের সদস্যরা। শুরু হয় ব্যাপক তল্লাশি অভিযান। তল্লাশি চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে জীবন চৌধুরীর জুতা, মোবাইল ফোন ও স্কুটি উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। ব্যবহৃত সামগ্রী ঘটনাস্থলে পড়ে থাকা এবং তার সন্ধান না মেলায় নিখোঁজের ঘটনায় রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে। কীভাবে এবং কোন পরিস্থিতিতে তিনি নিখোঁজ হলেন, তা নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। রাত থেকেই পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস, নেতাজি ক্লাবের সদস্য এবং স্থানীয় বাসিন্দারা যৌথভাবে তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছেন। নাইড়াহা চৌধুরীপাড়া ডুম্বুর জলাশয় সংলগ্ন হওয়ায় জলাশয়ের পাশাপাশি আশপাশের জঙ্গল ও বিভিন্ন এলাকাতেও তল্লাশি চলছে। জলাশয়ে নৌকার সাহায্যেও অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে বলে জানা গেছে। জীবন চৌধুরীর সন্ধানে পুলিশ ও স্থানীয়দের তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

TRIPURA COLLEGE OF NURSING

Hapania, Agartala, 799014

No. F.TCN/PRI/065(Sub file-2)/2025-26

Date: 17.09.2026

Admission to B.Sc & M.Sc. (Nursing) Course

Few seats are available for admission in B.Sc & M.Sc. Nursing for academic session 2026-2027. Last date is 30.09.2026.

Sd/- Illegible
Principal, TCN

অনুরাধা মহিলা ক্লাস্টার বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

রেজিস্ট্রেশন নং:৩৬১৩, তাং: ৯/৭/২০২১
বামনছড়া, কমলপুর, ধলাই ত্রিপুরা

সাধারণ সভা

অত্র সমিতির কার্যকরী কমিটি কর্তৃক গৃহীত বিগত ২৭/০৮/২০২৬ ইং তারিখের সিদ্ধান্ত মূলে, অনুরাধা মহিলা ক্লাস্টার সমবায় সমিতি লিমিটেডের সকল সভ্য ও সভ্যাগণকে অবগত করা যাইতেছে যে আগামী ১৫/১০/২০২৬ ইং তারিখে রোজ বৃহস্পতিবার পূর্বাহ্ন ৮ ঘটিকায় সমিতির অফিস প্রাঙ্গণে এক সাধারণ সভার আহবান করা হইয়াছে।

উক্ত সাধারন সভায় যথা সময়ে উপস্থিত হইয়া সভার আলোচ্যসূচি প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্রমে সভার কার্য সাফল্যমন্ডিত করার জন্য প্রত্যেক সভ্য ও সভ্যাগণকে বিশেষ অনুরোধ করা যাইতেছে।

সমবায় সমিতির উপবিধি, আইন ও নিয়ম অনুসারে সমিতির বোর্ডঅব ডাইরেক্টরস(বি.ও.ডি.) গঠনের জন্য সমিতির' ক 'শ্রেণিভুক্ত সদস্যদের হইতে ১১ জন সদস্য নির্বাচন হইবে।

বিঃ দ্রঃ নির্বাচনী কার্যসূচি (ক্যালেন্ডার) সমিতির অফিস বোর্ডে দেওয়া হইয়াছে।

ইতি
অনুমত্যানুসারে
ম্যানেজার
সুভ্রজিৎ দেব
অনুরাধা মহিলা ক্লাস্টার বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড
দুর্গা চৌমুহনি আর ডি ব্লক

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

Registered Office: Grape Garden, No. 27 3rd 'A' Cross, 18th Main, 6th Block, Kormangala, Bengaluru-560095
Regional Office: Rishi Tech Park, 4th Floor, Premises no. 02-0360, Plot No. DH-6/2, Action Area 1D, New Town, P.O. Rajarhat, P.S. - New Town (Old Rajarhat), Kolkata – 700160.

জনসাধারণ্যে নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন এণ্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এণ্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন (সারফেসী আইন) ২০০২ উল্লেখিত পাঠ করুন রুল ৮ (৬) এবং ৯ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস সিকিউরিটি ইস্টারেস্ট এনফোর্স রুলস মোতাবেক উজ্জীবন স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেডের স্বীকৃত আধিকারিক নিম্নস্বাক্ষরকারী তার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে আইনের ১৩(৪) অনুচ্ছেদ মোতাবেক সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। দেনাদার বিশেষকরে জনসাধারনকে জানানো যায় যে সেই সম্পত্তি **যেখানে যেমন আছে এবং যা আছে** ভিত্তিতে নিম্নলিখিত তারিখে নিলাম বিক্রয় হবে :-

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	দেনাদার/ সহদেনাদার/ জামিনদার	১৩-২ এর নোটিশ এবং অর্থাঙ্ক দাবি	দখলের তারিখ	বর্তমান বকেয়া	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি জমা (টা) (১০%)	নিলামের তারিখ ও সময়	দরপত্র জমার শেষ তারিখ	এএমডি, পরিমান (ইএমডি জমা হবে ডিমাণ্ড ড্রাফট আকারে উজ্জীবন স্মল ফিনান্সের অনুকূলে)
1.	3551210180000002	**১. মি. সুকান্ত সূত্রধর** পিতা-নিলু সূত্রধর **২. রুবিয়া বনিক** স্বামী-সুকান্ত সূত্রধর **৩. নীলু সূত্রধর** পিতা-মৃতশশী মোহন সূত্রধর	16-03-2024 Rs.16,47,753.88/- as on 16-03-2024	26-09-2024	Rs.27,38,135.25/-	30-09-2026 10:00 AM	Rs.7,31,000/-	Rs.73,100/-	13-10-2026 10:00 AM	12-10-2026	ইএমডি জমা হবে ডিমাণ্ড ড্রাফট আকারে উজ্জীবন স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্কের অনুকূলে

সারণি/সম্পত্তির বিবরণ ঃ ০.০৪০ একর পরিমান ভূসম্পত্তির অবস্থান ঃ খয়েরপুর, সুকান্তপল্লী, থানা-বোধজংনগর, মৌজা-রাধাকিশোরপুর, জেলা-পশ্চিম ত্রিপুরা, সাব-রেজিষ্ট্রি-জিরানিয়া, তহশীল-খয়েরপুর, খতিয়ান নং-৩৪৮০, সিএস প্লট নং-৩৯৬৩(পি), আর এস প্লট নং-৮৪৩৮/৯৯৩৫, চৌহদ্দি ঃ পূর্বে-কুসুমবালা দেবনাথ, পশ্চিম-হারাধন আচার্যী, উত্তরে - পথ, দক্ষিণে -কুসুমবালা দেবনাথ। সম্পত্তির মালিক নীলু সূত্রধর (আপনাদের মধ্যে ৩ নম্বর), রেজিষ্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং-I-৪৮৭৬, তারিখ -১৮.০৮.২০১০, সাব রেজিষ্ট্রি-জিরানিয়া।

শর্তাবলী ঃ-

নিলাম হবে 'যেখানে যেমন আছে এবং যা আছে' ভিত্তিতে।

১। স্বীকৃত আধিকারিকের জানা তথ্য অনুসারে সম্পত্তির কোনও অতিরিক্ত দায় নেই। যদিও দরদাতাগণ নিলামে অংশগ্রহণের পূর্বে নিলামে গৃহীত সম্পত্তির কোনও দাবি/অধিকার/বকেয়া ইত্যাদি আছে কিনা দেখে নেবেন। কারণ সেই সমস্ত বিষয়ে ব্যাঙ্কের কোনও দায় নেই। তার প্রভাব নিলামে আসবে না। এমন কোনও তৃতীয়পক্ষ দাবি/অধিকার/বকেয়া বিষয়ে ব্যাঙ্ক/ স্বীকৃত অফিসার দায়ী থাকবে না।

২। দরদাতাদের দরদানের পূর্বে সম্পত্তি ভালোভাবে পরিদর্শন করে দর দেওয়া প্রয়োজন। নিলাম কর্তৃপক্ষ সম্পত্তি পরিদর্শনে অনুমতি দেবেন।

৩। আগ্রহী দরদাতা দরদানের পূর্বে স্বীকৃত অফিসারের সঙ্গে দেখা করে দর জমা দেবেন।

৪। **ই-নিলাম হবে উজ্জীবন স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক স্বীকৃত ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক - M/s C1 India PVT LTD. Contact person - Mr. Prabhakaran (Mo. No. 74182-81709). আগ্রহী দরদাতাদের বলা যায় যে https://www.bankeauctions.com or https://www.ujjivansfb.in/e-auctions ওয়েবসাইট দেখার জন্য সম্পত্তির বিবরণ এবং অন্যান্য তথ্য জানার জন্য। দরদাতাকে ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক-M/s C1 India PVT LTD, Helpline Number's-7291918824, 25, 26 নম্বরে ইমেইল আইডি- suport@bankeauctions.com নিতে বলা হয়েছে https://www.bankeauctions.com পোর্টাল থেকে।**

৫। উচ্চতম দরদাতা/অফারকে সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে অবশ্য উজ্জীবন স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড এর অনুমতিক্রমে। যদিও রেজিষ্ট্রিকৃত দরদাতাদের আবশিক ভাবে সেই দাবি থাকবে। স্বীকৃত আধিকারিকের নিলামের কোনো দর গ্রহণ অথবা বর্জন করার অধিকার সংরক্ষিত থাকে।

৬। বায়না ধন জমা (ইএমডি) জমাকৃত সফল দরদাতার ইএমডি দরের সঙ্গে সমঝোতা করা হবে এবং অসফল যারা তাদের ইএমডি ফেরত দেওয়া হবে। ইএমডির কোনো সুধদেওয়া হবে না। সফল দরদাতাকে ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে। ২৪ ঘন্টার মধ্যে বাকি ৭৫ শতাংশ ১৫ দিনের মধ্যে জমা করতে হবে। না পারিলে সর্বাধিক ৩ মাস সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে এবং অসফল দরদাতার পেমেন্টে যা জমা করা হয়েছে তাকে বাজেয়াপ্ত করা হবে যেখানে অসফল দরদাতার কোনো দাবি/অধিকার থাকবে না।

৭। অত্র বিজ্ঞপ্তি দাবির সঙ্গে প্রকাশ করা হল।

৮। নিলাম দরের ডাক সম্পত্তির শেষ অবস্থা যেখানে উজ্জীবন স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক অথবা পরিষেবা প্রদানকারীর কোনো দায়দায়িত্ব থাকে না যদি কোনো ক্ষয়ক্ষতি/ব্যর্থতা (ইন্টারনেট পরিষেবার জন্য) থাকবে না। সেক্ষেত্রে পাওয়ার সাপ্লাই বেক-আপ-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

অত্র বিজ্ঞপ্তি দেনাদার/জামিনদার/বন্ধকদারের প্রতি একটি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি হিসাবে গণ্য হবে।

তারিখ ঃ-২০-০৯-২০২৬
স্থান ঃ- ত্রিপুরা

স্বীকৃত-আধিকারিক
উজ্জীবন স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক